গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৪ সালের ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৭ জানুয়ারি, ২০২৪; সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ৬০১), স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, ২০২৪ সালে সারাদেশে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা এবং গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে এ সভাটি আহবান করা হয়েছে। সভায় স্বশরীরে অংশগ্রহণকারী ও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

২। মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, এ সভার মূল উদ্দেশ্য হলো চলতি বছরে দেশব্যাপী এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থার মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্বে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব মূলত শহরাঞ্চলে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বলেন যে, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হলো জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাসাবাড়ির ছাদ, বারান্দা, এসির নিচে, ফ্রিজের নিচে এবং টয়লেটে জমে থাকা পরিষ্কার পানিসহ অনেকগুলি কারণে এডিস মশা বংশবিস্তার করে থাকে। কোথাও যাতে পরিষ্কার পানি জমে না থাকে এজন্য নিজ উদ্যোগে বাসাবাড়ি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। দেশের সকল ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস ও আবাসিক এলাকা এবং এর চারপাশের পরিবেশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ দেশের সকল বিভাগ/ জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে সারাবছর পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। এছাড়া, দেশের সকল হাসপাতালের আঙিনা বছরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ মেডিকেল বর্জ্য নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সর্বোপরি, বিগত ২০১৯-২০২৩ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে আর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে আহবান জানান।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ সভার আলোচ্যসূচি এবং পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর সারা দেশে ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে ২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে মতামত ব্যক্ত করার জন্য সকলকে আহবান জানানো হয়।

৪। জনাব মোঃ আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন যে, ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক Facebook Page-এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালানো যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন পুলিশ স্টেশন/থানায় সংরক্ষিত পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ ইতোমধ্যে এডিস মশার প্রজননস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ অপসারণে আইনি জটিলতা থাকতে পারে এবং এটি সময়সাপেক্ষ। এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিপূর্বক পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ অপসারণের জন্য তিনি জননিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে পরামর্শ করার জন্য তিনি আহবান জানান।

৫। জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বলেন যে, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারাদেশের সকল আবাসিক এলাকায় এডিস মশার প্রজনন রোধে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য অতি শীঘ্র মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে আলোচনা সভা করা হবে। মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি জোরদার করা হবে। জনাব নূর-এ-মাহবুবা জয়া, উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ বলেন যে, পুলিশ স্টেশন/থানায় সংরক্ষিত পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ অপসারণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক পুলিশ মহাপরিদর্শক বরাবর একটি ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন চলমান রয়েছে। রিট পিটিশন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তিনি আইন ও বিচার বিভাগের সহায়তা কামনা করেন।

৬। জনাব মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান যে, নিবন্ধিত সরকারি/বেসরকারি ল্যাবরেটরি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল হতে ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে রোগীর সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানানো সম্ভব। কিন্তু অনুমোদনহীনভাবে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে অবৈধ প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মশার প্রাদুর্ভাব কমানো, প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা এবং জনগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা। তিনি বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রায় ২০০০ চিকিৎসককে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গতবছর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ১০ লাখের বেশি কীট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। এ বছর ২ লাখের বেশি কীট এখনও মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন যে, এ বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সেটি মোকাবেলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান।

৭। জনাব শামীম আহম্মেদ, মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর বলেন যে, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে ডেঙ্গু মৌসুমের শুরুতে ঝোপঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া, কীটতত্ত্ববিদগণের পরামর্শক্রমে নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। তিনি জানান যে, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রয়েছে।

৮। জনাব মো: সাবিরুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বলেন যে, সকল বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে বিভাগভিত্তিক একজন যুগ্মসচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে কাজে গতিশীলতা আসবে। ডা. রিপন দাস, মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, এডিস মশার প্রজনন রোধে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন সকল আবাসন ও স্থাপনা সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এছাড়া, চলতি বছরে ডেঙ্গু রোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তুত রয়েছে।

৯। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিয়মিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। জনসচেতনতার পাশাপাশি জনসম্পৃক্ততার ওপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়া কীটতত্ত্ববিদগণের পরামর্শ অনুযায়ী মশক নিধনের লক্ষ্যে ঔষধ ক্রয় ও প্রয়োগ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যেসকল রোগীর তথ্য দেয়া হয় সে অনুযায়ী অভিযান চালানো হয়। তবে, অনেক সময় রোগীর ঠিকানা, ফোন নম্বর সঠিক না থাকায় রোগীর আসল ঠিকানা খুঁজে পেতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে রোগীর সঠিক ঠিকানা, ফোন নম্বর প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আবাসিক এলাকা ও স্থাপনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বছরে এক/দুইবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। তবে, সিটি কর্পোরেশন হতে সারাবছর এগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া সম্ভব নয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহ নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

১০। ব্রিগে. জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পূর্বের ন্যায় ২০২৪ সালেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রোগীর বাড়ি পরিদর্শন, রোগীর ঠিকানায় লার্ভিসাইডিং এবং এডাল্টিসাইডিং করা হয়ে থাকে। ড্রোনের মাধ্যমে মশার প্রজননক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। মশক নিধন কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এতে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, স্কাউট, জনপ্রতিনিধি ও ইমামগণকে সম্পৃক্ত করে বিশেষ মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করা হয়। নগরবাসীকে সচেতন করার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা ও জরিমানা করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে একটি মোবাইল APP চালু করা হয়েছে যেখানে জনগণ ডেঙ্গু ও মশা সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ডেঙ্গু টেস্ট করা হয়। ফেইসবুকে প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রচার করা হয়। কল সেন্টারের মাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতামূলক এসএমএস পাঠানো হয়। এছাড়া ডেঙ্গুর হটস্পটগুলোতে বিশেষভাবে নজরদারি রাখা হয়।

১১। সার্বিক আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	সকল সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতিমাসে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
০২	ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতিমাসে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জেলা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালক, স্থানীয় সরকার নিয়মিত মনিটরিং করবেন।	১। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) ২। জেলা প্রশাসক (সকল) ৩। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)
০৩	এডিস মশার প্রজনন রোধে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও এর চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া মেডিকেল বর্জ্য নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
০৪	ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে দেশের সকল বিভাগ/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে সারাবছর পরিচ্ছন্নতা ও প্রচারণা অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ২। জেলা প্রশাসক (সকল) ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
০৫	২০২৪ সালে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০৬	ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে দেশের সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভবন বছর জুড়ে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। FBCCI
০৭	দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঙিনা ও চারপাশের পরিবেশ বছরব্যাপী নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
০৮	ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সারাবছর বাসাবাড়ি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইমামগণের মাধ্যমে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের খুৎবা প্রদানের সময় সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা প্রদানের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯	এডিস মশার প্রজনন রোধে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকাসহ সারাদেশের সকল আবাসনের আঙিনা ও চারপাশের পরিবেশ বছরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০	ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Facebook Page-এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
১১	ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চলমান TVC প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ

১২	(ক) মামলার আলামত হিসেবে পুলিশ স্টেশন/থানায় সংরক্ষিত পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ অপসারণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইন ও বিচার বিভাগের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। (খ) পুলিশ স্টেশন/থানায় সংরক্ষিত পরিত্যক্ত গাড়িসমূহ যতদিন অপসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত এসব গাড়ি ত্রিপল/প্লাস্টিক কভার দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যেন এসব স্থানে পানি জমে এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র তৈরি হতে না পারে। প্রতিটি থানাকে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১। জননিরাপত্তা বিভাগ
১৩	স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থা "ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর"-এর কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে।	১। স্থানীয় সরকার বিভাগ

১২। আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষরিত/-)
তারিখ: ৩১/০১/২০২৪ খ্রি.
মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নম্বর-৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৩- ১৫

তারিখ: ২১ মাঘ, ১৪৩০ / ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
০২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
০৫. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা
১৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. চেয়ারম্যান (সচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা
২২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ----------সিটি কর্পোরেশন (সকল)

২৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২৬. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ----------ওয়াসা (সকল)
২৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৩০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৩১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা
৩২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গ্রীন রোড, ঢাকা
৩৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
৩৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৩৫. প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI)
৩৬. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ----------বিভাগ (সকল)
৩৭. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/২/৩ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৯. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
৪০. পরিচালক, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৪১. জেলা প্রশাসক, ----------জেলা (সকল)
৪২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১, পৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ----------জেলা (সকল)
৪৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৫. সিনিয়র সহকারী সচিব (সিটি কর্পোরেশন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
৪৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৮. অফিস কপি

০৪/০২/২০১৪

মোহাম্মদ শামীম বেপারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev2@lgd.gov.bd